৬.৫. কাজের বরাদ্দ :

দরখাস্ত করার অথবা যে তারিখ থেকে কাজ চাওয়া হচ্ছে তার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কাজ চলছে তাতে যদি কাজ দেওয়ার সুযোগ না থাকে তবে নতুন কাজ শুরু করতে হবে। কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক পেলে তবেই কোন নতুন কাজ শুরু করা যাবে। অবশ্য বনসৃজন/বৃক্ষরোপণের কাজে এই শর্ত কার্যকর হবে না। গ্রাম পঞ্চায়েত লিখিতভাবে (ফর্ম নং ৪খ) দরখাস্তকারীকে কখন ও কোথায় কাজের জন্য উপস্থিত হতে হবে তা জানাবেন। যৌথ দরখাস্তের ক্ষেত্রে যে কোন একজন আবেদনকারীর মাধ্যমে সবাইকে জানানো যাবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কাজের খবর মাইক দিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়েও প্রচার করতে পারে।

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কোথায়, কোন্ কাজে, কতজন শ্রমিককে কতদিন কাজ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ সম্বলিত নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে টাঙাতে হবে এবং তার একটি প্রতিলিপি প্রোগ্রাম অফিসারকে পাঠাতে হবে। যদি গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে যে কাজগুলি রূপায়ণ করবেন অথবা অন্য কোন রূপায়ণকারী সংস্থার চালু প্রকল্প যেটি ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত তাতে কোন আবেদনকারীকে আর কাজ দেওয়ার সুযোগ না থাকে তবে দরখাস্ত পাওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (অবশ্যই ৬ দিনের মধ্যে) তা প্রোগ্রাম অফিসারকে জানাতে হবে। প্রোগ্রাম অফিসার তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত অন্যান্য চালু কাজগুলির কোনটিতে বা নতুন কোনো কাজে আবেদনকারী কাজের ব্যবস্থা করবেন। দরখাস্তকারী যে গ্রামে বাস করেন তার ৫ কিলোমিটারের মধ্যে তাঁকে কাজ দেওয়া চেষ্টা করতে হবে। যদি ৫ কিমির মধ্যে কাজ দেওয়া না যায় তবে ব্লক এলাকার মধ্যে তাঁকে কাজ দিতে হবে এবং ৫ কিমির বাইরের কাজে যাতায়াত খরচ হিসাবে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত মজুরি দিতে হবে। ৫ কিমির বাইরে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স্ক ও মহিলাদের এমনভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের বসবাসস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় কাজ পান। যদি প্রোগ্রাম অফিসার কাজ দিতে না পারেন তবে তিনি জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরকে পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে জানাবেন। এবং জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জেলার মধ্যে কোন নিকটবর্তী ব্লকে দরখাস্তকারীকে কাজ দেবেন। এই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীকে যাতায়াত খরচ দিতে হবে ও অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই খরচ প্রকল্প তহবিল থেকে মেটাতে হবে। জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ৪ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না পারলে তবে দরখাস্তকারী বেকারভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন। যদি জেলা প্রোগ্রাম কো-আর্ডিনেটর কাজ দিতে ব্যর্থ হন তাহলে সেই বিষয়টি লিখিতভাবে কারণসহ রাজ্য সরকারকে জানাবেন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্মসংস্থান গ্যারান্টি পর্ষদকেও বার্ষিক রিপোর্টে জানাবেন। রাজ্য সরকার বিষয়টি যাচাই করবেন এবং যদি কারণগুলিতে সন্তুষ্ট না হন তবে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। সপ্তাহে ৬ দিনের বেশী কাজ কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না। সাধারণভাবে, আবেদনকারীকে কমপক্ষে টানা ১৪ দিনের কাজ দিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ দেওয়ার হিসাব নির্দিষ্ট ফর্মে (ফর্ম ৫) প্রোগ্রাম অফিসারকে জানাবেন।

প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে কাজ পাওয়ার বিষয়টি 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন ২০০৫' এর দ্বারা সুনিশ্চিত-করা হয়েছে। এই আইনের বলে প্রত্যেক আবেদনকারীকে কাজ চাওয়ার নির্দিষ্ট দিনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ অবশ্যই দিতে হবে এবং সাধারণভাবে, আবেদনকারীকে কমপক্ষে টানা ১৪ দিনের কাজ দিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেক আবেদনকারীকে কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক হবে।

যদি কোন কাজ চলাকলীন কাজের জায়গায় কোন নতুন শ্রমিক কাজে যোগদান করতে ইচ্ছুক হন ও মৌখিক ভাবে আবেদন করেন এবং সেই কাজে যদি তাকে নেওয়া সম্ভব হয় তবে সেই শ্রমিককে দিয়ে কাজের জায়গাতেই যাতে ৪ক ফর্ম পূরণ করা যায় তার জন্য সুপারভাইজারকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কিছু ৪ক ফর্ম দেওয়া যেতে পারে। পরে গ্রাম পঞ্চায়েত তার আবেদনের ভিত্তিতে ৪খ প্রদান করবে এবং তা নথিভুক্ত করবে।